বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সবিচার বস্তুবাদীরা আবার 'সহজাত বিশ্বাস' (instinctive belief), 'জান্তব ধ্রুব বিশ্বাস' (animal faith) ইত্যাদিরও উল্লেখ করেন। এঁরা বলেন, বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের এক সহজাত বিশ্বাস, যাকে কোন যুক্তি তর্কের দ্বারা অগ্রাহ্য করা যায় না; এ এক জান্তব ধ্রুব বিশ্বাস এবং জগৎ-ব্যাপারে আমাদের অপরাপর সকল বিশ্বাস এই মৌল ও আদিম বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। মূলত এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে আমাদের বস্তুর অস্তিত্বকে মানতে হয়। রাসেল 'দর্শন-সমস্যা' (Problems of Philosophy) গ্রন্থে এ-প্রকার অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু সবিচার বস্তুবাদীদের এ-সব যুক্তির ওপর নির্ভর করে বস্তুর অস্তিত্বকে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ধর্মসংঘট অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হলে, যুক্তি-সম্মত ভাবে, ধর্মসংঘট অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। 'ধর্মসংঘট অতিক্রমণ' বিষয়টি দুর্বোধ্য। সবিচার বস্তুবাদীরা বিষয়টিকে উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। উপমার আলংকারিক মূল্য থাকতে পারে কিন্তু ন্যায়গত (logical) মূল্য নেই। তাছাড়া, কাচের মাধ্যমে বস্তু-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর কোনরূপ বিকৃত ঘটে না, এমন বলা যাবে না। পরোক্ষজ্ঞান মাত্রেই বস্তুর কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে।

'সহজাত বিশ্বাস', 'জান্তব ধ্রুব বিশ্বাস' ইত্যাদির কথার মাধ্যমেও বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বিশ্বাসের মাত্রা যত দৃঢ়ই হোক না কেন তা কখনো জ্ঞানে উন্নীত হতে পারে না, কেননা বিশ্বাসের বিরোধী ঘটনা ন্যায়গত দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে, পরোক্ষ-অনুভবতত্ত্বে কোনভাবেই বিষয়জ্ঞান ও বিষয়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরোক্ষ অনুভবতত্ত্ব আসলে ভাববাদেরই পথ প্রশস্ত করে।

৫.১০. ভাববাদ (Idealism) ঃ ভূমিকা (Introduction) ঃ

ভাববাদের মূল বক্তব্য হল, জ্ঞানের বিষয় কোন মন বা চেতনার ওপর নির্ভরশীল, জ্ঞেয় বস্তুর মনোনিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই। অবশ্য এই মন বা চেতনার প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদীদের মধ্যেও মতভেদ আছে। অনেকে 'মন' বলতে ব্যক্তি-মনকে আবার কেউ কেউ 'মন' বলতে পরমাত্মাকে মনে করেন। বস্তুবাদের মতো ভাববাদেরও তাই প্রকারভেদ আছে। ভাববাদের মুখ্য দুটি প্রকার হল—(১) জ্ঞান-তাত্ত্বিক ভাববাদ এবং (২) পরা-তাত্ত্বিক ভাববাদ। জ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় জ্ঞান-তাত্ত্বিক ভাববাদ (Epistemological), আর সত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় পরা-তাত্ত্বিক ভাববাদ (Metaphysical Idealism)।

জ্ঞান-তাত্ত্বিক ভাববাদের আবার দুটি রূপ আছে ঃ (ক) আত্মগত ভাববাদ (বার্কলে) ও (খ) সবিচার ভাববাদ (কান্ট)। আত্মগত ভাববাদ বস্তুবাদের ঠিক বিপরীত। এই মতে, জ্ঞেয়বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোন বৃত্তি বা ধারণা। সবিচার ভাববাদের সঙ্গে অবশ্য বস্তুবাদের তেমন বিরোধ নেই, কেননা এই মতে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যদিও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সবিচার ভাববাদ অনুযায়ী জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি অনেকাংশে জ্ঞাতার মনের গঠন-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। আমরা যা জানি, তা হল অবভাস (Appearance), বস্তুস্বরূপ (Reality) নয়।

Scanned with CamScanner

অপরপক্ষে, পরা-তাত্ত্বিক ভাববাদে পরমাত্মাকে একমাত্র সৎ বা সত্য বলা হয়—জড়-জগৎ ও চেতন-জগৎ একই পরমাত্মার দুটি প্রকাশ মাত্র। তাই জড়-জগৎ ব্যক্তি-মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তি-মনকে বাদ দিয়ে জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই মতবাদের সঙ্গেও তাই বস্তুবাদের বিরোধ নেই। কিন্তু, ব্যক্তি-মনের বাইরে জড়-জগৎ থাকলেও পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে জড়-জগৎ নেই। আসলে চেতন-জগৎ এবং জড়-জগৎ—সবই পরমাত্মার ভাব বা ধারণা—সবই চৈতন্যময়, চৈতন্য থেকে উৎসারিত। হেগেল এই মতবাদের প্রবক্তা। হেগেলের ভাববাদ **বিষয়গত ভাববাদ** (Objective Idealism) নামে খ্যাত।

জ্ঞান-তাত্ত্বিক প্রধান দুটি মতবাদকে এখন ছকের সাহায্যে দেখান হল :

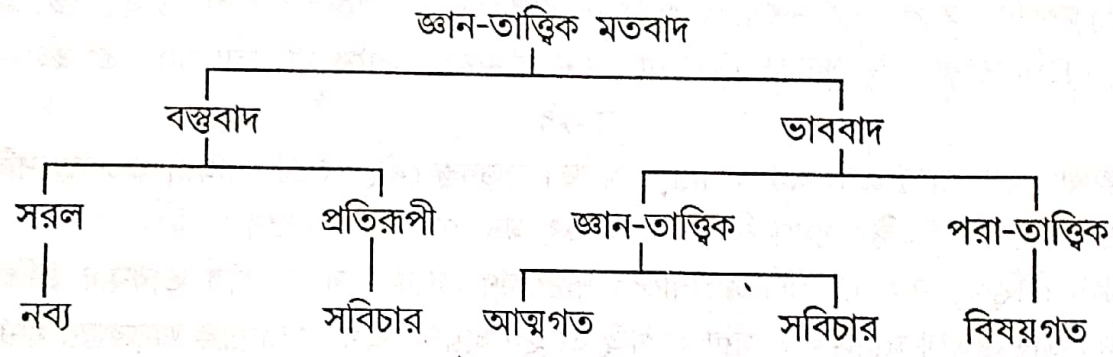

৫.১১. বার্কলের আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism of Berkeley) ঃ

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল **বার্কলের আত্মগত ভাববাদ**। এই মতে জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই, জ্ঞেয় বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোন বৃত্তি বা ধারণা। মনোনিরপেক্ষভাবে জড়বস্তু নেই। বস্তু বা বস্তুধর্ম হল জ্ঞাতার মনোমধ্যস্থ ধারণা মাত্র। **বার্কলে জড়বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন**। লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুযায়ী আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তুর গুণ-সংক্রান্ত কতকগুলি ধারণা। জড়বস্তুকে আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না। লকের এই মতবাদের সঙ্গে বার্কলে একমত। তিনিও বলেছেন, ধারণাই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। লকের সঙ্গে বার্কলের পার্থক্য হল—**লক্ যে গুণাতিরিক্ত অজ্ঞাত এক জড়দ্রব্যের কথা বলেছেন, বার্কলে সেই জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন**। বার্কলের মতে, 'দ্রব্য আছে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়'—লকের এই উক্তি স্ববিরোধী। যা আছে তাকে দেখা যাবে, অনুভব করা যাবে। যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সৎ নয়।

এই তত্ত্বটি বার্কলে তাঁর স্মরণীয় ল্যাটিন বাক্যে প্রকাশ করেছেন।—'Esse est percipi.' অর্থাৎ 'অস্তিত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষগোচর হওয়া'—'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর'—'অস্তিত্বশীলতা ও প্রত্যক্ষণীয়তা অভিন্ন'। সুতরাং 'জড়বস্তু আছে' একথা বলা যায় না। উপরন্তু, লক্ যে মুখ্য গুণকে বস্তুধর্ম বলেছেন, বার্কলে তাও অস্বীকার করেছেন (বস্তুবাদের সমালোচনা অংশটি ৫.৬. দ্রষ্টব্য)। বার্কলের মতে, **মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই**। গৌণ গুণের অস্তিত্ব যেমন অনুভব-সাপেক্ষ, মুখ্য গুণের অস্তিত্বও তেমনি অনুভব-

Scanned with CamScanner

সাপেক্ষ। গৌণ গুণের মতো মুখ্য গুণও আমাদের অনুভবজনিত ধারণামাত্র। জড়বস্তু নেই, বস্তুধর্মও (মুখ্য গুণ) নেই, কেননা এসব প্রত্যক্ষ হয় না। ধারণাই শুধু প্রত্যক্ষের বিষয়। অতএব ধারণাই আছে।

ধারণা হল মনোমধ্যস্থ ধারণা। ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করলে মনের অস্তিত্বও মানতে হয়। অতএব, বার্কলের মতে, ধারণা আছে এবং মন আছে। মনের অস্তিত্ব সংশয়াতীত। মন এবং তার ধারণা ছাড়া আর কিছু নেই। লকের বস্তুবাদের এটাই হল যুক্তিসম্মত পরিণতি। জ্ঞাতাকে 'ম' অক্ষরে, প্রত্যক্ষগোচর ধারণাকে 'ধ' অক্ষরে এবং জড়বস্তুকে 'জ' অক্ষরে প্রতীকায়িত করলে লকের মতবাদটি নিম্নরূপ হয় :

ম→ধ←জ

প্রকৃতপক্ষে লকের এই মতবাদই বার্কলের আত্মগত ভাববাদের পথ প্রস্তুত করেছে। মন যখন ধারণা ছাড়া কিছু প্রত্যক্ষ করে না তখন যুক্তিসম্মতভাবে যা বলা যায়, তা হল—

ম→ধ

অর্থাৎ মন আছে এবং মনের ধারণা আছে। জড়বস্তু নেই। যাকে আমরা জড়বস্তু বলি, তা হল ধারণার সমষ্টি। সমগ্র বিশ্বে আছে শুধু মন এবং তার ধারণা।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বার্কলে তাঁর ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অভিজ্ঞতায় সরাসরি আমরা যা পাই তা হল ধারণা। এসব ধারণাকে জড়বস্তুর ধারণা বলা চলে না, কেননা বস্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়। ধারণা বস্তুর গুণও নয়। ধারণা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের ধারণা। বস্তুর গুণ যখন অনুভূত হয় তখন তা ধারণারূপে অনুভূত হয়। লাল রং দেখে আমার মন লাল হয় না, মনে লালের ধারণা হয়। শব্দ শুনে আমার মন শব্দিত হয় না, মনে শব্দের ধারণা হয়। এসব ধারণাই একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়। অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষ-নির্ভর তখন ধারণাকেই একমাত্র সদ্বস্তু বলতে হয়। যা জ্ঞাত, যা অনুভূত, তাই সৎ। ধারণা জ্ঞাত বা অনুভূত। কাজেই ধারণা সৎ। ধারণা মনোনির্ভরশীল। ধারণা থাকে মনে। অতএব মনও সৎ। বার্কলের মতে তাই এই বিশ্বে কেবল মন আছে আর তার ধারণা আছে। এর বেশি কিছু আছে বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বার্কলের এই মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে 'আত্মগত ভাববাদ' নামে খ্যাত।

আত্মগত ভাববাদের সপক্ষে বার্কলের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

১। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের পথ।

২। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে আমরা কেবল ধারণাকেই জানি। উল্লেখযোগ্য, 'ধারণা' শব্দটিকে লক্, বার্কলে প্রমুখ দার্শনিকগণ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেন—সংবেদন, অন্তর্বেদন, প্রত্যক্ষরূপ, প্রতিরূপ, প্রত্যয় প্রভৃতিকে তাঁরা 'ধারণার' অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩। ধারণাকেই আমরা সাধারণত 'বস্তুধর্ম' বা 'বস্তু' বলি।

৪। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় প্রকার গুণই মনের ধারণামাত্র।

৫। ধারণার কারণস্বরূপ অজ্ঞাত জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব-স্বীকৃতি যুক্তিহীন, কেননা তা প্রত্যক্ষগোচর নয়।

Scanned with CamScanner

৬। অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর।

৭। ধারণা সদ্বস্তু, কেননা প্রত্যক্ষগোচর। জড়বস্তু অসৎ, কেননা অপ্রত্যক্ষের বিষয়।

৮। ধারণার সমষ্টিই হল বস্তু।

৯। ধারণা মনোনির্ভর। অতএব, যাকে আমরা 'বস্তু' বলি তা মনোনির্ভর ধারণাপুঞ্জ।

১০। ধারণাকে স্বীকার করলে ধারণার ধারক মনকে স্বীকার করতে হয়।

১১। অতএব, এই বিশ্বে শুধু মন এবং তার ধারণা আছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে বার্কলের এই মতবাদ আজগুবি বলে মনে হলেও এই মতবাদকে সহজে খণ্ডন করা যায় না। কথিত আছে যে, ডঃ জন্‌সন্ তাঁর প্রখর কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে বার্কলের আত্মগত ভাববাদ খণ্ডনের জন্য একটি পাথরে সজোরে পদাঘাত করে বলেন, 'এইভাবে আমি বার্কলের মতবাদ খণ্ডন করছি।' 'এইভাবে' বলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল—'পদঘাতের ফলে জুতো ছিড়ে গেল, পায়ে আঘাত লাগল এবং তিনি আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব করলেন।' জন্‌সনের সহজবুদ্ধির ব্যাখ্যা হল—পাথরটা তবে মনের ধারণা নয়—পাথরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। নতুবা জুতো ছেঁড়া, পায়ে আঘাত ও আঘাতজনিত ব্যথা অনুভব ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বার্কলের যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ সাধারণ বুদ্ধিতে খণ্ডন করা দুরূহ। পাথরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জন্‌সন্ পাথরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হননি। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল দৃষ্টিগত, স্পর্শগত ও পেশীগত কতকগুলি সংবেদন ও ব্যথার অনুভূতি। এসবই মানসিক বৃত্তি বা ধারণা। এসবের কারণস্বরূপ কোন জড় পদার্থের অর্থাৎ পাথরের মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব প্রমাণে তিনি সমর্থ হননি।

বার্কলের এই আত্মগত ভাববাদের অনিবার্য পরিণতি হল অহংসর্বস্ববাদ (Solipcism)। এই মতে কেবল আমি (অহং) ও আমার ধারণা ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আমি আছি এবং 'আমার ধারণা আছে'—একথা বলার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু 'এ ছাড়া আর কিছুই নেই'—এই অহংসর্বস্ববাদ গ্রহণ করলে বস্তুজগতের স্থায়িত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার প্রত্যক্ষের বিষয় যে ধারণা—একথা স্বীকার করা গেলেও সেসব ধারণা যে আমার দ্বারাই সৃষ্ট—এমন কথা বলা যায় না। আমার সামনের যে টেবিলটিকে আমি দেখছি সেটি কতকগুলি ধারণার সমষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু এসব ধারণাকে আমি সৃষ্টি করিনি। টেবিল প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষ ব্যাপারটি যদিও মানসিক্ বৃত্তি, কিন্তু এই বৃত্তি আমার খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়নি। আমি যখন টেবিলটি দেখি না, তখন অন্য কেউ টেবিলটি প্রত্যক্ষ করতে পারে। সুতরাং স্বীকার করতে হয়, টেবিলের ধারণাটি আমার মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। এমন ক্ষেত্রে আমার মনের বাইরে একটা কিছুকে স্বীকার করতে হয়, যা আমার এবং অন্যের মনে টেবিলের ধারণা সৃষ্টি করে।

বার্কলে তাঁর ভাববাদ বর্জন না করেই নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আমাদের মনের ধারণার কারণস্বরূপ আমাদের মনাতিরিক্ত একটা কিছুকে স্বীকার করেছেন, যদিও এই 'একটা কিছু' লক্-সমর্থিত কোন জড়দ্রব্য নয়। ধারণা হল মানসবৃত্তি। মানসবৃত্তির কারণ কখনও জড়বস্তু হতে পারে না, কেননা—কার্য-কারণ সূত্র

Scanned with CamScanner

অনুযায়ী কার্য ও কারণকে সমধর্মী হতে হবে। মন বা আত্মা থেকেই ধারণার উদ্ভব হতে পারে। বার্কলের মতে, আমাদের মনে বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির ধারণার কারণ হল এক অসীম ও অনন্ত অধ্যাত্ম সত্তা। একেই বার্কলে 'ঈশ্বর' বলেছেন। **আমরা যে ধারণাকে বস্তুজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করি তা হল ঈশ্বরের মনের ধারণা।** ঈশ্বরের মনের ধারণাই আমাদের কাছে বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। কাজেই আমি অথবা কোন সসীম জীব আমার ঘরের টেবিলটি প্রত্যক্ষ না করলেও ঈশ্বরের মনের ধারণারূপে তা আমাদের মনের বাইরে অস্তিত্ববান থাকে।

স্পষ্টতই, **বার্কলে ব্যক্তি-মনের বাইরে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি।** তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল—**ব্যক্তি-মনের বাইরে বস্তু থাকলেও সেই বস্তু ধারণা ছাড়া কিছু নয়**—সেই বস্তু ঈশ্বরের বা পরমাত্মার মনের ধারণারূপে অস্তিত্ববান থাকে। বস্তুবাদী লকের মতো বার্কলেও তাই ব্যক্তি-মনোনিরপেক্ষ বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। লকের সঙ্গে বার্কলের প্রধান পার্থক্য হল, লকের মতে ব্যক্তি-মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ তা জড়ধর্মী, আর বার্কলের মতে জড়ের কোন অস্তিত্ব নেই, ব্যক্তি-মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ তা চেতনাধর্মী, তা ঈশ্বরের মনের ধারণা মাত্র। **বার্কলে জগতের স্বাতন্ত্র্য খুঁজেছেন এক অসীম সর্বগত মনের মধ্যে, মনের বাইরে কোন জড়-সত্তার মধ্যে নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের পর বার্কলের ভাববাদের মূল কথা হল—আমি আছি, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের ধারণা-সৃষ্ট বস্তুজগৎ আছে।** ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করে বার্কলে এভাবে অহং-সর্বস্ববাদের দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

৫.১২. সমালোচনা (Criticism) ঃ

(১) 'অস্তিত্ব-প্রত্যক্ষ-নির্ভর' বার্কলের এই মূল তত্ত্বটি মানা যায় না। দার্শনিক মূর (Moore) প্রভৃতি নব্যবস্তুবাদীরা কথাটিকে ঘুরিয়ে বলেছেন, 'প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব-নির্ভর।' অর্থাৎ বিষয়ের অস্তিত্ব আছে বলেই তা আমাদের মনে প্রত্যক্ষগোচর ধারণার সৃষ্টি করে। বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে না, বরঞ্চ প্রত্যক্ষই বস্তুর অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। **বস্তুর অস্তিত্ব বস্তু-প্রত্যক্ষের পূর্বগামী।** আমার ঘরের টেবিলটির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে না, বরং টেবিলটা আগে থেকে ছিল বলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আকাশ-কুসুমের অস্তিত্ব নেই বলে তা প্রত্যক্ষ হয় না। আমার সামনের টেবলটির অস্তিত্ব আছে বলে তা প্রত্যক্ষের বিষয়। এই প্রসঙ্গে রাসেল বলেছেন, 'আমার টেবিলটিকে যদি টেবিলক্লথ দিয়ে ঢাকা যায়, তবে টেবিলটি আর প্রত্যক্ষের বিষয় থাকে না।' এমন ক্ষেত্রে, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর' বলে স্বীকৃত হলে বলতে হয় যে, প্রত্যক্ষের বিষয় টেবিলক্লথটি থাকলেও অপ্রত্যক্ষের বিষয় টেবিলটি নেই। তাহলে 'টেবিলক্লথটি যাদুমন্ত্রে শূন্যেস্থিত'—এমন উদ্ভট উক্তি করতে হয়।

(২) নব্যবস্তুবাদী পেরীর (Perry) মতে, **বার্কলের ভাববাদ অহং-কেন্দ্রিকতা দোষে** (Fallacy of Ego-centric predicament) **দুষ্ট।** বার্কলের মতে, বিষয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাতা-নির্ভর অর্থাৎ অহং-কেন্দ্রিক (ego-centric)। বার্কলে এখানে **'জ্ঞানের বিষয়' এবং 'বিষয়ে'র মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা উপলব্ধি করতে পারেননি।** একথা সত্য যে, কোন বিষয়কে

Scanned with CamScanner

জ্ঞানের বিষয় হতে গেলে তাকে মনের ওপর নির্ভর করতে হয় ; কিন্তু কোন কিছুকে **অস্তিত্ববান** (বিষয়) হতে গেলে তাকে মনের ওপর নির্ভর না করলেও চলে। আকাশে এখনও অনেক অজানা নক্ষত্র আছে, সাতসমুদ্রের অতল তলে এখনও অনেক মণি-মুক্তা আছে যা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু অস্তিত্বহীন নয়।

(৩) বার্কলের মতে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা আন্তর-সম্বন্ধ। আন্তর-সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাজেই, জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'বিষয়ী' (জ্ঞাতা) ভিন্ন 'বিষয়' থাকতে পারে না, 'বিষয়' সম্পূর্ণভাবে 'বিষয়ী-নির্ভর' হয়। কিন্তু নব্যবস্তুবাদীরা একথা মানেন না। তাঁদের মতে, **বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বাহ্য-সম্বন্ধ**—সম্বন্ধ বিচ্ছেদে বিষয় বা বিষয়ী কোনটিরও কিছু হানি হয় না। **জ্ঞান-সম্বন্ধে আবদ্ধ না হয়েও 'বিষয়' থাকতে পারে, যদিও তা 'জ্ঞানের বিষয়রূপে' থাকে না।** পিতা ও পুত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। পুত্র না থাকলে কোন ব্যক্তি পিতা নয় ; কিন্তু পুত্রকে বাদ দিয়ে পিতার 'পিতারূপে' অস্তিত্ব না থাকলেও অন্য কোনভাবে (যেমন—শিক্ষকরূপে, কোন সমিতির সদস্যরূপে) অস্তিত্ব থাকে। তেমনি, **জ্ঞাতাকে বাদ দিয়েও, জ্ঞানের বস্তু না হয়েও, কোন না কোনভাবে বিষয় থাকতে পারে।**

(৪) **ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ইন্দ্রিয়লব্ধগুণাবলী (যথা—রং, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি) এবং তাদের সংবেদন—উভয়কে সমার্থক মনে করে বার্কলে ভুল করেছেন।** বার্কলের যুক্তি হল—যেহেতু উভয়কে পৃথক করা যায় না সেহেতু তারা অভিন্ন। যেহেতু সবুজ রংকে (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) সবুজরং-এর চেতনা বা সংবেদন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেইহেতু সবুজরং চেতনা ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ সবুজের-চেতনা-অতিরিক্তভাবে সবুজ রংয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু **অবিচ্ছিন্নতা অভিন্নতা প্রমাণ করে না।** একটি পৃষ্ঠার দুটি দিক অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু এক নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও সংবেদন অবিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল অনুভবের **বিষয়** আর সংবেদন হল অনুভব যা **মানসিক বৃত্তি।** একথা ঠিক যে, অনুভূত না হলে কোন বিষয় আছে, তা বলা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অনুভবের মতো অনুভূত বিষয়টিও মানসিক বিষয় এবং তার মনাতিরিক্ত অস্তিত্ব নেই। আমার সবুজের সংবেদন হলে সেটি হয় মানসিক ধারণা, কিন্তু অনুভবের বিষয় সবুজ বর্ণটিকে কোনভাবেই মানসিক ধারণা বা মনোগত বলা চলে না। **চেতনা ও চেতনার বিষয়কে কোনমতেই অভিন্ন কল্পনা করা যায় না।** সবুজ হল বর্ণ বা রঙ। আমি যখন সবুজ সম্বন্ধে চেতনা লাভ করি তখন আমার চেতনার রঙ সবুজ হয় না। তেমনি আমি যখন নীলের চেতনা লাভ করি তখন আমার চেতনার রঙ নীল হয় না। **চেতনা হিসাবে** সবুজের চেতনা থেকে নীলের চেতনার পার্থক্য নেই, কেননা উভয়েই চেতনা। সবুজের চেতনাকে নীলের চেতনা থেকে পৃথক করে বুঝতে হলে চেতনা-অতিরিক্ত সবুজ ও নীলের (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) স্বতন্ত্র ও মনাতিরিক্ত অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

(৫) **'ধারণা' শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ না করার জন্যই বার্কলে তাঁর দর্শনে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।** আসলে বার্কলে 'ধারণা' শব্দটিকে দুটি অর্থে গ্রহণ করে তাদের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেননি। ধারণার দুটি অর্থ হল—(১) অনুভূতি বা সংবেদন,

Scanned with CamScanner

(২) ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যেহেতু প্রথম অর্থে (অনুভূতি) 'ধারণা' হল মানসিক, সেহেতু দ্বিতীয় অর্থেও (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) 'ধারণা' মানসিক হবে—এমন মনে করে বার্কলে বড় রকমের ভুল করেছেন।

(৬) **অহংসর্বস্ববাদ এড়াবার জন্য বার্কলের ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকৃতি তাঁর মূল মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।** বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদের মূল কথা হল, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞানের পথ। ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং বার্কলের 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর' (Esse est percipi) সূত্র অনুসরণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উপরন্তু, বার্কলের মতে, আমরা কেবল ধারণাই প্রত্যক্ষ করি। এমন ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমার সামনে অবতীর্ণ হলেও, আমার ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, কেননা, সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরও আমার মনের ধারণায় পর্যবসিত হয়। কাজেই ঈশ্বর-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বার্কলে অহংসর্বস্ববাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। বার্কলের মত যুক্তিসম্মতভাবে অনুসরণ করে যা বলা চলে তা হল—'কেবল আমি আছি ও আমার মনের ধারণা আছে'। এ হল অহংসর্বস্ববাদ (Solipcism)। অহংসর্বস্ববাদ গ্রহণ করলে কবির (রবীন্দ্রনাথের) কথায় বলতে হয়, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' একথার কাব্যিক মূল্য থাকলেও তাত্ত্বিক মূল্য নেই।

Scanned with CamScanner